লাইভলীহুড ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

বিগত ২৪ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে লাইভলীহুড ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (এলআইটি) এর বোর্ড অব ট্রাস্টীজ এর প্রথম সভা এলজিইডি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মোঃ শহীদুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি ও সভাপতি এলআইটি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি মহোদয় ট্রাস্ট গঠনের পটভূমির উপর আলোকপাত করে উপ-প্রকল্পের কাংঙ্খিত সুফল দীর্ঘ মেয়াদে কার্যকর রাখার জন্য এলআইটি গঠনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি Livelihood Improvement Trust নামে একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও জনকল্যানমুলক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনের পরামর্শ প্রদান করেন। নির্মিত পানি সম্পদ অবকাঠামোসমূহের যথাযথ পরিচালনা ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী। সেই দিক বিবেচনায় রেখে লাইভলীহুড ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এলআইটি'র বোর্ড অব ট্রাস্টীজের প্রথম সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ- বাম দিক থেকে জনাব মোঃ শহীদুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি ও সভাপতি, এলআইটি; জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), এলজিইডি; জনাব মোঃ আবদুল খালেক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর; ডঃ এমএ হাকিম, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), পিকেএসএফ এবং সর্বডানে জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা পাটওয়ারী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি ও সদস্য সচিব, এলআইটি।

১৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মধ্যে সভাপতি জনাব মোঃ শহীদুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি; সদস্য সচিব জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা পাটওয়ারী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, এলজিইডি; ট্রাস্টিজ- প্রকৌশলী মাসউদুজ্জামান, কৃষি প্রকৌশলী, প্রশিক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; জনাব মোঃ আবদুল খালেক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য সম্পদ জরীপ পদ্ধতি, মৎস্য অধিদপ্তর; ডঃ শান্তি রঞ্জন দাস, পরিচালক (সম্প্রসারণ), পশু সম্পদ অধিদপ্তর; জনাব মোঃ কায়সারুল আলম, অতিরিক্ত নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর; ডঃ এম.এ. হাকিম, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন; এবং জনাব মোঃ আব্দুল মোমেন, মহাব্যবস্থাপক (মনিটরিং, ইভ্যালুয়েশন এন্ড লারনিং), সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় এলআইটি-এর মেমোরেন্ডাম অব এ্যাসোসিয়েশন ও রুলস্ এন্ড রেগুলেসনস্ এবং ডিড অব ট্রাস্টের খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। বোর্ড পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে মুন্সি ওয়ালী উল্লাহ আহম্মেদ (বাবলু), সদস্য, নবগঙ্গা খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ; জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সম্পাদক, রামপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ; জনাব নিজাম উদ্দিন ফারুকী, সভাপতি, অগ্রণী-গন্ধব্যপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এবং জনাব মোঃ আবুল হাসেম (সুরজ), সভাপতি, মানুখালী খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ কে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এ সদস্য হিসেবে তিন বছরের জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন দান করে।

এতদ্ব্যাতীত, বোর্ড সর্বজনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি; এম সুলতান মাহমুদ খান, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক যুগ্ম-সচিব এবং অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ, সমাজ বিজ্ঞানী কে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ- এ বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে তিন বছরের জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন দান করে।

সম্পাদক ঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা পাটওয়ারী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬), শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
ফোন ঃ ৯১২৭১৬৩, ফ্যাক্স ঃ ৯১৩২০৬১, ই-মেইল ঃ gmpatwary@yahoo.com, মোঃ মশিউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত।

PANI SAMPAD BARTA
ISSN 1607-9841

এলজিইডি
পানি সম্পদ বার্তা

এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ত্রৈমাসিক বুলেটিন
Quarterly Bulletin of the Integrated Water Resources Management Unit of LGED
সংখ্যা ২৫, এপ্রিল - জুন ২০০৮
ISSUE 25, APRIL - JUNE 2008

তৃতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পের ইন্‌সেপশন ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত

গত ৮ এপ্রিল এলজিইডি'র সম্মেলন কক্ষে এডিবি, নেদারল্যান্ড সরকার ও ইফাদ এর অর্থায়নে প্রস্তাবিত অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পের পিপিটিএ টিম এর প্রারম্ভিক (Inception) ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কসপে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব গোলাম মোস্তফা পাটওয়ারী।

ওয়ার্কসপের সভাপতি জনাব মোঃ শহীদুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি (বাম থেকে তৃতীয়); জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি (বাম থেকে দ্বিতীয়); জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা পাটওয়ারী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইডব্লিউআরএম, এলজিইডি (বামে); এডিবি মিশন নেতা মিসেস ইয়াসমিন সাদিয়া সিদ্দিক (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং জনাব জিএম আকরাম হোসেন, ডেপুটি টীম লিডার, এডিটিএ-এসএসডব্লিউ-২ (ডানে)।

ওয়ার্কসপে প্রারম্ভিক উপস্থাপনায় পিপিটিএ'র প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সহিদুল হক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এলজিইডি'র কর্মকান্ডের উপর সম্যক ধারণা দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ৫৩০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে বাস্তবায়িত প্রথম ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় দেশের পশ্চিমাঞ্চলের ৩৭টি জেলায় ২৮০টি উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৬৫,০০০ হেক্টর জমি উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয়েছে। এতে ১,৯২,০০০ কৃষি পরিবার উপকৃত হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ৩৪% খাদ্যশস্য এবং ৪৪% অন্যান্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষি শ্রমের প্রসার ঘটেছে।

৭৮০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে চলমান দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পটির আওতায় ৬১টি জেলায় ৩০০টি উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৯০,০০০ হেক্টর কৃষি জমি বন্যা ব্যবস্থাপনা ও পানি নিষ্কাশনসহ উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার আওতায় আসবে। এতে ২,৮০,০০০ কৃষি পরিবার উপকৃত হবে এবং বছরে ২,০০,০০০ টন খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়বে। তিনি আরও বলেন যে, সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ উদ্যোগে সম্পূরক ভূমিকা রাখতে প্রকল্প দুটি গৃহীত হয়েছিল। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্নমুখী দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কার্যক্রমের মূল্যায়নে এর কার্যকারিতা ইতিবাচক প্রমাণিত হয়েছে।

(২য় পাতায় দেখুন)

অন্যান্য পাতায়

☑ সম্পাদকীয় ☑ দেশে উপ-প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বেড়েছে ☑ অগ্রণী গন্ধব্যপুর পাবসসগুলোর জন্যে হতে পারে প্রেরণার উৎস ☑ খসড়া অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনের উপর ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত ☑ ভূপুয়া খাল পাবসস এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন ☑ পাবসস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন ☑ মাদারীপুর জেলার ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত ☑ স্বল্প সময়ে সাফল্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত ঢেকিপাড়া খাল পাবসস ☑ ভেন্ডির দোলা উপ-প্রকল্পে বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত ☑ পাবসস সদস্যদের গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ ☑ মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় পাবসস ☑ এলাকায় নতুন জাতের ধান প্রবর্তনে পাবসস ☑ ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ☑ নাগদার খাল পাবসস এর ২য় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত ☑ মেহেরপুরে ক্ষুদ্রঋণে সফল এক মহিলা সদস্য ☑ এলাকার জনগণ বাগেরহাটের হরিখালী-ভোবরখালী উপ-প্রকল্পের সুফল ভোগ করছে ☑ সোনাগী ধানের ক্ষেতে কৃষকের মুখে হাসি ☑ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর ☑ ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা ☑ লাইভলীহুড ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত।

(১ম পাতায় পর)

পিপিটিএ'র টীম লিডার মিঃ জিওফ এ্যান্ডারসন তার বিস্তৃত উপস্থাপনায় জানান যে, প্রস্তাবিত ৩য় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পটি চলমান ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পের আলোকেই প্রস্তুত করা হচ্ছে। তবে নূতন প্রকল্পে দক্ষতা উন্নয়নসহ অংশগ্রহণ নীতিমালার উন্নয়ন, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিকে আরও টেকসই করা, ওএন্ডএম ও এলসিএস এর কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করে আরও কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন, অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। দেশের পার্বত্য অঞ্চলের খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবন জেলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক কাঠামো ভিন্ন হওয়ায় এগুলোকে প্রকল্পভুক্ত করার লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করতঃ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহসহ প্রকল্পের এ্যাপ্রোচ ও পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। টীম লিডার আরও জানান যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পে পাবসসগুলোকে কৃষিজাত পণ্য সাময়িকভাবে গুদামজাত করার সুবিধা প্রদান এবং বাজারজাত করার ব্যাপারে সহযোগিতা দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

টীম লিডার প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য ১২৫০ লক্ষ ডলার ঋণ ও অনুদান সহায়তা পাওয়ার ইঙ্গিত দেন। এর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের ৩০% এবং উপকারভোগীদের ৩% হারে অনুদানের অর্থ যুক্ত করে মোট প্রকল্প ব্যয় নির্ধারিত হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পে উপ-প্রকল্পের সংখ্যা অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির উপর নির্ভর করবে। তবে প্রাথমিকভাবে ৩০০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে বলে তিনি ধারণা করছেন।

ওয়ার্কসপে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বক্তব্য রাখেন। জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এসএসডব্লিউ-১ ও এসএসডব্লিউ-২ বাস্তবায়নকালে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল সেগুলো প্রস্তাবিত প্রকল্পে যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে প্রতি ইউনিয়নে কৃষি বাজার স্থাপন করার ঘোষিত নীতির আলোকে প্রস্তাবিত প্রকল্পে কার্যক্রম রাখারও পরামর্শ দেন তিনি।

ওয়ার্কসপের সভাপতি এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান তাঁর সমাপনী বক্তব্যে দ্বিতীয় প্রকল্প শেষ হওয়ার সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রস্তাবিত তৃতীয় প্রকল্পটি দ্রুত শুরু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রায়শই পরামর্শক নিয়োগে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের শুরু বিলম্বিত হয়, যা পরবর্তিতে কাটিয়ে উঠা কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি পরামর্শ দেন। সবশেষে, তিনি এডিবিসহ সকল অংশগ্রহণকারীকে ফলপ্রসূ দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পানি সম্পদ বার্তায় প্রকাশের জন্য
সংবাদ, ফিচার, ছবি ও তথ্য
সম্পাদকের দপ্তরে পাঠান।

সম্পাদকীয়

মানুষের সীমাহীন ভোগস্পৃহা আর প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে দূষিত হয়ে গেছে আমাদের পরিবেশ, সীমিত হয়ে আসছে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা। অথচ বাড়ছে মানুষ, বাড়ছে খাদ্যসহ জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা। আমাদের মতো গরীব দেশের জনগণ, যাদের মাথাপিছু আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ১৫ শতাংশ এবং বৎসরের অধিকাংশ সময়ে যেখানে মিঠা পানির প্রাপ্যতাও কম, তাদের চাহিদাও কিন্তু থেমে নেই। অপর দিকে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে নিজেদের খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মত খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশসহ বিশ্বের তাবত ধনী রাষ্ট্রগুলোই এখন চিন্তিত সেখানে আমাদের মত দেশগুলোর অবস্থা কতটা নাজুক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আশংকা করা হচ্ছে অর্থ থাকলেও ভবিষ্যতে বিশ্ব বাজারে খাদ্য নাও পাওয়া যেতে পারে। আর যদি পাওয়া যায়ও এর মূল্য হবে আমাদের নাগালের বাইরে।

এই বিশ্ব পরিস্থিতিতে আমাদের উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছাতে হলে কেবল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেই চলবে না, এর পাশাপাশি নিশ্চিত করতে হবে ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তা। এর জন্য প্রয়োজন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। অথচ কোনক্রমেই বিঘ্নিত করা যাবে না পরিবেশ; ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এর কোন উপাদানকেই। এমনই পরিস্থিতিতে আমাদের পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পানি সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ক্ষেত্র বিশেষে এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে 'ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প'। এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে ভৌত অবকাঠামো। অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এলাকার সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতিনিধিত্বে গঠিত হয়েছে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। তাঁদেরকে দেয়া হয়েছে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনাসহ কৃষি, মৎস্য, পশুসম্পদ ও জেন্ডার বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ।

উৎপাদনমুখী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে এই প্রশিক্ষিত জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পাবসস হতে পারে একটি কার্যকরী প্ল্যাটফরম। তাই সরকারী, বেসরকারী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থা কর্তৃক পরিকল্পিত উপায়ে পাবসসকে প্ল্যাটফরম হিসাবে ব্যবহার করা গেলে তা দেশের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করবে, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল

দেশে উপ-প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বেড়েছে

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের (১ম পর্যায়) মাধ্যমে দেশের ৩৭টি জেলায় ১ লাখ ৬৫ হাজার হেক্টর জমির ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিসহ প্লাবিত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এ চ্যালেঞ্জিং প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এবং নেদারল্যান্ড সরকার এতে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১৯৯৬ সালে ৩৭টি জেলার ১২৯টি উপজেলায় ২৮০টি উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে এ প্রকল্পের যাত্রা শুরু করে বিভিন্ন আকারের ৬১২টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, ১১৬২ কিলোমিটার খাল খনন ও পুন:খনন এবং ৯৪৬ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হয়। ২০০২ সাল পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট ৬১টি জেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০০৯ সালের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকল্পের অধীনে ৩০০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২ লাখ কৃষি পরিবার ও ১ লাখ ৯০ হাজার হেক্টর জমি প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হবে। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিটি স্তর ও পর্যায়ে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ। প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কাজ অবকাঠামো নির্মাণ হলেও সকল নির্মাণ কর্মকান্ডের জন্য সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়ে সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়। উপকারভোগী জনগণ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং ৭টি সহযোগী সরকারী সংস্থা ও বিভাগ এ প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের অংশীদার। প্রকল্প বাস্তবায়নে সকলেরই ভূমিকা রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমি মন্ত্রণালয়সহ কৃষি সম্প্রসারণ, সমবায়, মৎস্য, পশুসম্পদ, মহিলা, যুব, বন ও পরিবেশ অধিদপ্তরকে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করেছে।

চাঁপাই নবাবগঞ্জের অগ্রণী ক্যাড উপ-প্রকল্পের দৃশ্য

প্রতিটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ বিশেষত: সম্ভাব্য উপকারভোগীগণ উদ্যোগ নিয়ে একটি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠন করে। কতিপয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে উপকারভোগীদের শতকরা ৭০ ভাগ খানা পাবসস-এর সদস্য হলে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবসস ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্ব শর্ত হিসাবে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিকে উপ-প্রকল্পের মোট নির্মাণ ব্যয়ের মাটির কাজের জন্য ৩% এবং পাকা কাজের জন্য ১.৫০% অর্থ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংরক্ষিত তহবিলে চাঁদা হিসাবে জমা দিতে হয়। এ পর্যন্ত মোট ৩,৯৯,৫৮,২৫৫ টাকা এ তহবিলে জমা হয়েছে। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোর ব্যবহারিক মালিকানাসহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রকল্প শেষ করে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জনগণের হাতে অর্পণের আদর্শ নজির এ প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম প্রকল্পের হস্তান্তরিত ২৬৭টি উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে স্বেচ্ছাশ্রম ও তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে সমিতিগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে আসছে।

১ম পর্যায়ের ২৮০টির মধ্যে প্রায় ২শ' সমিতি নিজ নিজ এলাকায় কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিভিন্নমুখী ইতিবাচক অবদান রেখে চলেছে। এছাড়া উন্নত বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং কীটনাশক ব্যবহার হ্রাসের ক্ষেত্রে এসব সমিতি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। নিজস্ব অর্থে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে সমিতিগুলো নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সমর্থ হয়েছে।

পানি সম্পদকে কেন্দ্র করে কৃষি ও মৎস্য উন্নয়নে সমবায়ের আদলে এই প্রকল্পের মাধ্যমে একটি কমিউনিটি সংগঠন সৃষ্টি করা হয়েছে। সংগঠনে গ্রামের পুরুষ, মহিলা, ভূমিহীন, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বড় সকল আকারের কৃষক, বর্গাচাষী এমনকি অকৃষি পেশায় নিয়োজিত সবাই একত্রিত হয়েছে। এর মাধ্যমে এলাকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, নারীর অধিকার ও সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক ও আর্থিক পুঁজি সৃষ্টির এক নবতর কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। এছাড়া চলতি বছর থেকে সমিতিসমূহ এলাকায় দারিদ্র হ্রাসকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন শুরু করেছে। এজন্য কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সহায়তায় সমিতির সদস্য, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারী বিভাগসমূহের লোকবলকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প জাতীয় পানি নীতির আওতায় জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পানি সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের একটি আদর্শ মডেল।

অগ্রণী গন্ধব্যপুর পাবসস
পাবসসগুলোর জন্যে হতে পারে প্রেরণার উৎস

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আর সদুদ্দেশ্যে গৃহীত কোনো উদ্যোগের সাথে দৃঢ় প্রত্যয় ও লক্ষ্য অর্জনে নিরলস প্রচেষ্টা যুক্ত হলে সে উদ্যোগের সফলতা নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। এরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অগ্রণী গন্ধব্যপুর পাবসস এর কর্মতৎপরতা।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় "দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলাস্থ মান্দারী ইউনিয়নে অবস্থিত অগ্রণী গন্ধব্যপুর উপ-প্রকল্প। ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরে এর বাস্তবায়নের কাজ গৃহীত হয়। উপ-প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে একটি header tank, ৩০০ মিঃ মিঃ থেকে ৭৫০ মিঃ মিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাসের প্রায় ৭ কিঃ মিঃ (৬৯৫০ মিঃমিঃ) ভূগর্ভস্থ পাকা সেচনালা, ৩৩টি রাইজার ও ৩৩টি এয়ার ভেন্ট। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিনিয়োগ ব্যয় ধরা হয়েছে ১,২৬,৯৩,৮০৬ টাকা। এলাকার উপকারভোগী জনগণ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের নিদর্শনস্বরূপ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে ২,১৭,০০০ টাকা জমা করেছেন। অবকাঠামোসমূহ নির্মাণের উদ্দেশ্য হচ্ছে বোরো মৌসুমে উপ-প্রকল্প এলাকার ৫৪৬ হেঃ কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। উপ-প্রকল্প এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ওয়াপদা খাল। খালে রয়েছে বছরব্যাপী সেচের জন্য পানির নিশ্চয়তা। এই সুনিশ্চিত পানির উৎস পাশে থাকা সত্ত্বেও এলাকায় সেচের সুবিধা নিশ্চিত করতে পোহাতে হচ্ছিল বহুবিধ সমস্যা। ওয়াপদা খাল থেকে পানি পাম্প করে একটি ছোট খালে সংরক্ষণ করে রাখা হতো। তারপর সেখান থেকে second lifting-এর মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী প্রায় ২০০ একরের কাছাকাছি জমিতে বোরো ধানে সেচ সুবিধা দেয়া হত। জমির প্রাকৃতিক অবস্থান ও গঠন উচু-নিচু হওয়ায় কাছের জমি প্রয়োজনীয় পানি পেলেও দূরের জমিগুলোতে পর্যাপ্ত সেচ দেয়া সম্ভব হতো না। ফলে ফসলের উৎপাদন কম হতো। মাটি বেলে প্রকৃতির হওয়ায় সেচনালায় পানির অপচয় অনেক বেশি হতো বলে সেচ ব্যয় হতো একর প্রতি ৩০০০-৩৫০০ টাকা যা এলাকায় বোরো ধানচাষকে অলাভজনক ও ব্যয়বহুল করে তুলছিল। ফলে ২০০৫ সাল থেকে উপ-প্রকল্প এলাকায় সেচের মাধ্যমে বোরো ধান চাষাবাদ বন্ধ হয়ে যায়। এলাকাবাসী রবিশস্য, বাদাম, গম ইত্যাদি ফসল আবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বোরো ধান চাষাবাদের ক্ষেত্রে এ সকল অসুবিধা দূর করে সেচের পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরে অগ্রণী গন্ধব্যপুর উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে স্থানীয় উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের বিধান রয়েছে, যারা সংগঠিত হয়ে একটি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠন করবে। নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি কার্যকরী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে অবকাঠামোসমূহের সুষ্ঠ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং দীর্ঘস্থায়ীত্ব নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি পাবসস এর সদস্যগণ নিয়মিতভাবে সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমিতির মূলধন গঠন করতঃ সমিতির সদস্যদের দারিদ্র্য হ্রাসকরণে তা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে ব্যবহার করে সদস্যদের জীবনযাপনের মান উন্নয়নে কার্যকরী ও সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৭/০৭/০৬ তারিখে প্রস্তাবিত অগ্রণী গন্ধব্যপুর পাবসস এর সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যগণ ২৮/০৭/০৬ তারিখে মাত্র ২২ জন সদস্য ভর্তির মধ্য দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করে এক মাসের মধ্যে সদস্য সংখ্যা ৪৬৫ জনে উন্নীত করে, যার মধ্যে ৩২৯ জন পুরুষ ও ১৩৬ জন মহিলা। সমিতি গঠনের এক বৎসরের মধ্যে তাদের সদস্য সংখ্যা দাড়ায় ৮২৯ জন, যার মধ্যে পুরুষ ৫৭২ জন ও মহিলা ২৫৭ জন। এ সময়ে সদস্যদের শেয়ার ৮৩,৩০০ টাকা এবং সঞ্চয় ১,৫৭,৮৫০ টাকা সহযোগে সমিতির মূলধন ২,৪১,১৫০ টাকায় উন্নীত হয়।

সমিতি গঠনের পর থেকে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ তথ্য প্রচারাভিযানে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তারা বিশ্বাস করে এলাকার জনগণকে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, বাস্তবায়নকালীন নির্মান পর্যবেক্ষণ, বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনায় তাদের অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য, সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে যতবেশী অবহিত করা যাবে, প্রতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে, উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ততটাই সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। তাই তারা উপ-প্রকল্প এলাকায় গ্রামে গ্রামে সভা করাসহ, মসজিদগুলোতে জুম্মার নামাজ শেষে উপস্থিত নামাজীদের সাথে তথ্য ও মত বিনিময় করেছে। এই কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে তারা অর্জন করেছে আজকের অগ্রণী গন্ধব্যপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) – অত্যন্ত অল্প সময়ে সাফল্যের পথ ধরে এগিয়ে চলা এক সমবায় সমিতি।

সমিতির বর্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে এর জনঅংশগ্রহণের সার্থকতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। খানা জরিপে দেখা গেছে এলাকায় মোট খানা সংখ্যা ১১২৯টি, যার মধ্য উপ-প্রকল্প থেকে সরাসরি উপকার পাবেন এমন পরিবার ৯০৬টি। উপকারভোগী পরিবারগুলোর দারিদ্র্য বিশ্লেষণ করে ৪৪২টি ভূমিহীন, ২০৩টি প্রান্তিক, ২২৪টি ক্ষুদ্র ও ৩৭টি মাঝারী চাষী পরিবার পাওয়া গেছে। বর্তমানে (মে, ২০০৮) সমিতির সদস্য সংখ্যা, পুরুষ ৬৩৫ জন এবং মহিলা ৩০২ জন সহ মোট ৯৩৭ জন। এছাড়া ক্ষুদে সদস্যও রয়েছে ৩৫ জন। সদস্যদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে ১,১৯,৬০০ টাকার শেয়ার এবং ৩,৭২,৭১০ টাকার সঞ্চয় আমানত যা মিলিয়ে সমিতির মোট মুলধন দাড়িয়েছে ৪,৯২,৩১০ টাকায়।

সমিতি এই মূলধন অলস অর্থ হিসাবে ফেলে না রেখে দরিদ্র সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত ১৪,৯০,০০০ টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ হিসাবে ১০৭ জন পুরুষ ও ২২ জন মহিলা মোট ১২৯ জন সদস্যের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। সদস্যগণ গৃহীত ঋণ বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজে বিনিয়োগ করে নিয়মমাফিক পরিশোধ করে চলেছে। এ পর্যন্ত ঋণ আদায় হয়েছে ৯,০১,২০৯ টাকা এবং মুনাফা করেছে ১,২২,৭৪৩ টাকা। অর্জিত মুনাফা সদস্যদের মধ্যে শেয়ারের বিপরীতে লভ্যাংশ ও সঞ্চয়ের বিপরীতে মুনাফা বন্টন করা হবে। ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৬.৩২% যা সত্যিই প্রসংশনীয়।

সমিতির কর্মতৎপরতার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। সমিতির সভাপতি এ প্রসঙ্গে বলেন, কেবলমাত্র প্রশিক্ষিত জনসমষ্টিই দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যকরী অবদান রাখতে পারে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি, বিভিন্ন উপ-কমিটির সদস্য ও অন্যান্য মিলিয়ে মোট ১৫৮ জন নারী ও পুরুষ এ পর্যন্ত সমবায় অবহিতকরণ ও বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ, আইপিএম, খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা, টেকসই কৃষি উৎপাদন, মৃত্তিকা পরীক্ষা, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন, নির্মাণ পর্যবেক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ, হিসাব রক্ষণ, মহিলাদের সবজি চাষ, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

সমিতির সভাপতি শুধু প্রকল্প আয়োজিত প্রশিক্ষণের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারের জাতি গঠণমূলক সকল বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন এবং তাদের মাধ্যমে ২০৬ জন নারী পুরুষকে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেছেন। প্রশিক্ষণের তালিকায় রয়েছে কৃষি বিভাগ থেকে পাওয়া গুটি ইউরিয়ার ও লীফ কালার চার্টের ব্যবহার, ধান উৎপাদন বৃদ্ধি, মাটি পরীক্ষা, পশুসম্পদ বিভাগ থেকে গবাদি পশু খামার নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, মৎস্য বিভাগ থেকে স্বাদু পানিতে চিংড়ী চাষ ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই সমিতির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত কাজ হচ্ছে নিজস্ব প্রশিক্ষণ তহবিল গঠন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তা থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ভাতার কিছু অংশ বাঁচিয়ে রেখে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। তহবিলে বর্তমানে ৫,৪০৪ টাকা জমা রয়েছে। সমিতি ইতোমধ্যে নিজস্ব উদ্যোগে ও অর্থায়নে ২৫ জন সদস্যকে মৎস্য বিভাগের সহায়তায় মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। সমিতির দশ জন সদস্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর ৫ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছে। প্রশিক্ষণ শেষে এখন তারা উপকারভোগী পরিবারসমূহের তথ্য সংগ্রহের জন্যে পারিবারিক তথ্যকার্ড পূরণের উপর একটি TOT কোর্সের আয়োজন এবং সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সমিতির দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

আরও যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হচ্ছে, উপ-প্রকল্পের নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার আগেই পাবসস-এর সসদস্যগণ অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সমিতির কর্মকান্ড এগিয়ে নিয়ে চলেছে। পানি ব্যবস্থাপনা ও সমবায় সমিতি, এ দুটি ভিন্নধর্মী বিষয়কে সুষ্ঠভাবে একসূত্রে গাথার মধ্যেই যে অংশ্রগহণমূলক উদ্যোগের সাফল্য নিহিত, সেটা তারা বুঝতে পেরেছে। তাই উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে পানি ব্যবস্থাপনা ও সমবায় সমিতি একসাথে করার জন্য অপেক্ষায় না থেকে সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণে আত্মনিয়োগ করেছে। সমিতির অনন্য এই দিকটি অন্য সকল সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রেরণা যোগাবে।

এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য সভাপতি কৃষি উন্নয়নকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম থেকে এগিয়ে রাখতে চান বলে তিনি কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ইতোমধ্যে উপ-প্রকল্প এলাকার জন্য কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যার অংশ হিসাবে আগামী রবি মৌসুমে উপ-প্রকল্প এলাকার ৫৪৬ হেক্টর জমিতে পানি পৌছে দেবার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সেচকার্য পরিচালনার জন্য ৩০ এইচপি শক্তির ৪টি বিদ্যুৎ চালিত পাম্প এবং ১টি ৩০ এইচপি শক্তির ডিজেল চালিত পাম্প সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।

উপ-প্রকল্প এলাকার কেন্দ্রস্থলে ১৪ শতাংশ জমির উপর নির্মিত হয়েছে ওএন্ডএম শেড কাম অফিস ঘর। অফিস ঘরে প্রবেশ করলে প্রথমেই যা নজর কাড়বে তা হচ্ছে দেয়ালে লেখা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত সুশাসনের চারটি মূলস্তম্ভের বিবরণ। তারা বিশ্বাস করে যে উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে সমিতি পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, দূরদৃষ্টি এবং অংশগ্রহণ এই চারটি বিষয় নিশ্চিত করা গেলে সমিতির সকল কার্যক্রম সফল হতে বাধ্য।

তৃতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্প:
খসড়া অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনের উপর ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত

৫ জুন, ২০০৮ এলজিইডি'র সেমিনার কক্ষে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পের খসড়া অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনের উপর এক ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কসপে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইডব্লিউআরএম এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা পাটওয়ারী এবং পিপিটিএ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সহিদুল হক সূচনা বক্তব্য রাখেন।

পিপিটিএ পরামর্শক দলের দলনেতা মিঃ জিওফ্রে আর এন্ডারসন খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, এসএসডব্লিউ-২ প্রকল্পটি সরকার, এডিবি এবং প্রকল্প মূল্যায়নকারীদের কাছে সফল হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। তবুও বাস্তবায়িত প্রকল্পের দূর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে প্রস্তাবিত প্রকল্পে সেগুলো দূর করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পে তিনটি উপাংশ-প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, অংশগ্রহণমূলক ধারণা উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি। উল্লেখিত উপংশগুলোর যথাযথ উন্নয়ন না হলে প্রকল্প টেকসই হবে না এবং উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে জেবিআইসি'র সঙ্গে সমন্বয় করে চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাগুলিতে প্রকল্প বিস্তার ও বাস্তবায়ন; অন্যান্য প্রকল্প ও সংস্থার সাথে যোগসূত্র স্থাপন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা।

প্রস্তাবিত প্রকল্পে এলজিইডি ৪০০ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আগামী ২০০৯ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৮ বছরে এগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনে প্রাথমিক পর্যায় বিভিন্ন ইস্যু চিহ্নিত করা হয়েছে যা ৩০ জুন চুড়ান্ত প্রতিবেদন পেশকালীন নিরসন করা হবে।

সবশেষে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওয়ার্কসপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ওয়ার্কসপের সভাপতি জনাব মোঃ শহীদুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি (বাম থেকে তৃতীয়); জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি (বাম থেকে দ্বিতীয়); জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা পাটওয়ারী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইডব্লিউআরএম, এলজিইডি (বামে); এডিবি মিশন নেতা মিসেস ইয়াসমিন সাদিয়া সিদ্দিক (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং জনাব জহিরউদ্দিন আহমেদ, প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার, এডিবি (ডানে)।

ভুলুয়া খাল পাবসস এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন

গত ৯ জুন ২০০৮ তারিখে লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলাধীন ভুলুয়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন সমিতির কার্যালয়ে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে বিভিন্ন পদে মোট ২৪ জন নারী ও পুরুষ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তন্মধ্যে পাবসস সদস্যদের সরাসরি ভোটে ৩ জন মহিলাসহ মোট ১২ জন প্রার্থী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

ভোট গ্রহণের দিন এক উৎসব মুখর পরিবেশে সমিতির ৭৩৩ জন সদস্যের মধ্যে ৪৯৫ জন সদস্য ভোট প্রদান করেন। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী আগামী ৩ বৎসরের জন্য মোঃ জহির উদ্দিন মানিক সভাপতি, মোঃ আব্দুল মতিন দেওয়ান সহ-সভাপতি, মোঃ সামশুল আলম মাষ্টার সম্পাদক ও সাফিউল্লা মিয়া কোষাধ্যক্ষ এবং অন্য ৮ জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

জেলা সমবায় অফিসের কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত পরিমল বাবুর নেতৃত্বে ৪ সদস্যের নির্বাচন কমিটি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেন। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কেন্দ্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন লক্ষীপুর জেলার সদর থানার পুলিশ বাহিনী। নির্বাচন চলাকালীন সময়ে স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিকবৃন্দ, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের সোসিও ইকোনমিষ্ট ও কৃষি ফ্যাসিলিটেটর ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন। পরদিন স্থানীয় সকল পত্রিকায় নির্বাচনের সংবাদ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়।

ভোটারগণ লাইনে দাড়িয়ে ভোট দিচ্ছেন

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন

সমবায় আইন ২০০১ এর ১৮(৮) ধারা অনুযায়ী "ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচিত সদস্য হিসাবে একাধিক্রমে দুটি মেয়াদ পূর্ণ করেছেন এমন কোন সদস্য উক্ত মেয়াদের অব্যবহিত পরবর্তী একটি মেয়াদের নির্বাচনে প্রার্থী হবার যোগ্য হবেন না"। সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তিগণ পাবসস এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। নব নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃবৃন্দের পাবসস এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান না থাকায় পাবসস এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তাই, এরূপ নব নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃবৃন্দকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা জরুরী হয়ে পড়ে। ২০০৭-২০০৮ ইং অর্থ বৎসরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় নব নির্বাচিত ব্যবস্থপনা কমিটিকে "পাবসস ব্যবস্থপনা" বিষয়ে ০৭-০৯ জুন ২০০৮ সময়ে এলজিইডি'র আঞ্চলিক ট্রেনিং সেন্টারে এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর ও মেহেরপুর জেলা থেকে ১টি করে মোট ৪টি পাবসস এর প্রতিটি থেকে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, সেক্রেটারী, কোষাধ্যক্ষ, হিসাবরক্ষক, ওএন্ডএম উপ-কমিটি ও কৃষি উপ-কমিটির সভাপতিসহ ৭ জন করে মোট ২৮ জন এবং সংশিষ্ট এলজিইডি'র কমিউনিটি অর্গানাইজারকে নিয়ে সর্বমোট ৩২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এখানে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের নিজ নিজ পাবসস এর কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮ তিন মাসের কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করেন। অধ্যক্ষ সমবায় অঞ্চলিক শিক্ষায়তন, ফরিদপুর, জেলা সমবায় কর্মকর্তা, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মধুখালী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। জনাব মুন্সি ওয়ালী উলস্নাহ আহমেদ (বাবলু) সদস্য নবগঙ্গা খাল পাবসস, চুয়াডাংগা এবং জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সম্পাদক, রামপুর পাবসস, নাটোর সহপ্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন।

ফরিদপুর আরটিসি-তে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের একাংশ

মাদারীপুর জেলার ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বিগত ২৯ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে মাদারীপুর জেলা ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক মাদারীপুর জনাব শশী কুমার সিংহ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় মাদারীপুর জেলার পানি সম্পদ সমীক্ষার খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন শেষে প্রতিবেদনের উপর মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

জনাব শশী কুমার সিংহ, (মাঝখানে) জনাব মোঃ নুরুল হুদা, (ডানে প্রথম), জনাব মোঃ কবীরুল হাসান, (ডানে দ্বিতীয়) জনাব মোঃ সুলতান মাহমুদ খান, (বামে প্রথম) জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম, (বামে দ্বিতীয়)।

স্বল্প সময়ে সাফল্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত ঢেঁকিপাড়া খাল পাবসস

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে জনগণের দারিদ্র্য হ্রাস করা। উপ-প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ২০০৫ সালের মধ্যভাগে রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলাধীন যশাই ইউনিয়নের ৪টি গ্রামের জনগণের দৃঢ় মনোবল ও নিরলস প্রচেষ্টার ফসল ঢেঁকিপাড়া খাল পাবসস। ৭৭৫ হেক্টর আয়তনের পানি নিষ্কাশন ও সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পটিতে উপকৃত জমির পরিমান ৫২৫ হেক্টর। মোট খানা সংখ্যা ৯৬৯টি, যার মধ্যে উপকারভোগী খানা ৫৭৫টি। ইতোমধ্যে উপ-প্রকল্পে ৭.৮২ কিঃ মিঃ খাল পুনঃখননসহ একটি ৩ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ক্রমান্বয়ে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে। পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সৎ, যোগ্য ও কর্মঠ। পারস্পরিক সম্পর্ক, স্বচ্ছতা এবং বাস্তবতার নিরিখে তারা সময়পোযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের সাথে তাঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। এর ফলশ্রুতিতে তাঁরা ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর থেকে ৩৭,৪১০ টাকার বিপরীতে ৭.৮২ কিঃ মিঃ খাল ইজারা গ্রহণ করতে সক্ষম হন। উপকারভোগীগণ প্রাথমিক পর্যায়ে ১,০৫,৩০৬ টাকা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে এফডিআর করেছে।

মোঃ চাঁদ আলী খাঁন
চেয়ারম্যান

মোঃ সিরাজুর রহমান পাশা
সাধারণ ফ্যাসিলিটেটর

ঢেঁকিপাড়া খাল পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

বর্তমানে ঢেঁকিপাড়া খাল পাবসস এ মোট ৬৭৩ জন সদস্য আছে, যার মধ্যে পুরুষ ৩৩২ জন এবং মহিলা ৩৪১ জন। আনুপাতিক হারে বেশী মহিলা সদস্য বিশিষ্ট সমিতিটির শেয়ার ৫৫,০০০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ২,৪২,৩৬৯ টাকাসহ মোট মূলধন ২,৯৭,৩৬৯ টাকা।

পাবসস এর ব্যবস্থাপনায় সমিতির নিজস্ব তহবিল, শেয়ার ও সঞ্চয় লাভজনক খাতে বিনিয়োগের একটি সহজ, স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য খাত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে বিনিয়োগ করেছে। ক্ষুদ্রঋণের এই অর্থ ১৪০ জন পুরুষ এবং ৯৭ জন মহিলা সদস্যসহ মোট ২৩৭ জন সদস্যদের মধ্যে আবর্তন করে এ পর্যন্ত ৯,৫৩,১০০ টাকা বিনিয়োগ করেছে। মহিলা সদস্যদেরকে উন্নয়নের মূল ধারায় আনতে এটি সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। ইতোমধ্যে মাঠ থেকে ঋণের শতভাগ ৭,৬৩,৫৩১ টাকা আদায় করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ঋণ উপ-কমিটি নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে সর্বশেষ ক্ষুদ্রঋণ প্রদান ও আদায়ের হিসাব গ্রহণ ও রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করে থাকে। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের জন্য বর্তমানেও অপেক্ষমান সদস্য রয়েছে ১৬০ জন, যা থেকে বোঝা যায় কার্যক্রমটি এলাকায় ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছে। পাবসস এর সফল ক্ষুদ্রঋণ প্রক্রিয়ার ফলে উপ-প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে।

যশাই ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ চাঁদ আলী খান প্রথম থেকে পাবসস এর কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে আসছেন। তার অবদান প্রশংসনীয়। উপজেলা প্রকৌশলী জনাব বিজন কুমার কর্মকার সার্বক্ষনিকভাবে পাবসস এর কার্যক্রম মনিটরিং করে থাকেন। তার নিয়মিত মনিটরিং এর ফলে ঢেঁকিপাড়া খাল পাবসস বর্তমান অবস্থায় আসতে সক্ষম হয়েছে।

উপ-প্রকল্পে কর্মরত সাধারণ ফ্যাসিলিটেটর মোঃ সিরাজুর রহমান পাশার সততা, কর্মদক্ষতা, সার্বক্ষনিক মনিটরিং, সদস্যদের সাথে তার সম্পর্ক, সহযোগিতার মনোভাব, নিরলস প্রচেষ্টা সর্বোপরি সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা আজ ঢেঁকিপাড়া খাল পাবসসকে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর সমিতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পাবসস স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সকল রেকর্ড ও নথিপত্র (ক্যাশ, রশিদ, ও পাশ বই, ব্যাংক হিসাব রেজিস্টার ও অন্যান্য) প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করে থাকে। সর্বোপরি ঢেঁকিপাড়া খাল পাবসস এর ব্যবস্থাপনা কমিটির যোগ্য নেতৃত্ব, বিভিন্ন উপ-কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের মেধা, দক্ষতা, সততা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগীতা ও আস্থার সমন্বয় ঘটিয়ে এটিকে একটি গতিশীল সাংগঠনিক কমিটি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতঃ নিজস্ব অফিস ঘর থেকে সফলভাবে দৈনন্দিন কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

ভেন্ডির দোলা উপ-প্রকল্পে বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত

ভেন্ডিরদোলা উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিতে অনুষ্ঠিত কর্মপরিকল্পনা সভার একাংশ।

নীলফামারী সদর উপজেলার লক্ষীছাপ ইউনিয়নের অন্তর্গত ডুবেরছড়ি-বেলতলী বাজার সন্নিহিত ভেন্ডির দোলা বন্যা ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন উপ-প্রকল্পটি দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়েছে। এ উপলক্ষে বিগত ০৯ এপ্রিল, ২০০৮ তারিখে এলাকার সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিতে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠনের মাধ্যমে পাবসস প্রতিষ্ঠিত হয়। উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় জনগণ অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। জনাব শ্যাম চরণ রায়, চেয়ারম্যান, লক্ষীছাপ ইউপি অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ এক ব্যক্তি শুরু থেকে লেগে আছেন একে সফলতার দিকে নিয়ে যেতে। এলাকার সর্বজনগ্রাহ্য ব্যক্তি জনাব জ্যোতিন্দ্র নাথ রায়, আহবায়ক, সংগঠনিক কমিটি উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। এডিটিএ কনসালট্যান্ট মোঃ মনিরুজ্জামান ও মো: আবুল কাসেম মুন্সী, জোনাল সোসিও ইকোনমিষ্ট, এসএসডব্লিউ-২ এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব শ্যামচরণ রায়সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ইউপি মেম্বারগণের উপস্থিতিতে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের ১২টি পূর্বশর্ত পূরণের জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কর্ম-পরিকল্পনা মোতাবেক আগামী ২৫ জুলাই, ২০০৮ তারিখের মধ্যে শর্তগুলি যথাযথভাবে পূরণ করে বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। তিস্তা অববাহিকার পলি বিধৌত এই জনপদ দীর্ঘকাল যাবৎ যেমন মৌসুমী বন্যার তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে আসছিল তেমনি এখানকার মজে যাওয়া খাল-নালাগুলোরও নাব্যতা না থাকায় দ্রুত পানি নিষ্কাশনে সমস্যা হচ্ছিল। প্রায় ২০০ হেক্টর আয়তনের এই উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেওনাই নদীর বন্যা এখানকার ফসলাদির ক্ষতি করতে পারবে না। দেওনাই নদীর বাম তীর বরাবর ৪০০ মিটার বাঁধ নির্মাণসহ ৬০০ মিঃ খাল খনন ও একটি পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো (রেগুলেটর) নির্মাণ করা হলে স্থানীয় জনগণের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ হবে।

পাবসস সদস্যদের গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ

গত ২৮-৩০ এপ্রিল, ৬-৮ ও ১১-১৩ মে, ২০০৮ তারিখে যথাক্রমে শ্রীরামকাঠি, কাঠালখালী পাটাচোরা উত্তর চাঁদপুর ও ভাংবাড়ীয়া আমনঝোলা উপ-প্রকল্পে ৩০ জন করে মহিলা সদস্যের ৩ দিন ব্যাপী গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলাস্থ শ্রীরামকাঠি উপ-প্রকল্পে প্রশিক্ষণ শুরু করার পূর্বে জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ফিরুজী, সোসিও ইকোনমিষ্ট পরিচয়, উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মহিলা সদস্যদের আয় বৃদ্ধিমূলক হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন, শাক-সবজি চাষ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন।

পাবসস সদস্যদের গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ।

উপজেলা প্রকৌশলী কৃষ্ণকান্ত সিকদার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথি জনাব গাজী সালাউদ্দিন, জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। তিনি প্রশিক্ষকদের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণমুলক পদ্ধতিতে কার্যকরী জ্ঞান আহরণের জন্য সকলকে আহবান জানান। বাবু চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা হাঁস-মুরগী পালনের গুরুত্ব, জাত পরিচিতি, খামারের স্থান নির্বাচন, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের প্রয়োজনীয়তা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব, সুবিধা, গবাদিপশুর খাদ্য, বাসস্থান ও পরিচর্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

ডাঃ মোঃ গোলাম মাওলা, পশু চিকিৎসক হাঁস-মুরগী এবং ছাগলের বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক লক্ষণ, প্রতিকার ও চিকিৎসা, ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় তৈরীর পদ্ধতি, গবাদি পশুর বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টিকা নিয়ে আলোচনা করেন। বাবু সুখ রঞ্জন মজুমদার, ভেটেরীনারী ফিল্ড এ্যাসিস্ট্যান্ট, হাঁস-মুরগী পালন পদ্ধতি ও সুবিধা-অসুবিধা, হাঁস-মুরগীর প্রতিষেধক টিকা, দারিদ্র্য বিমোচনে ব্লাক বেঙ্গল ছাগল পালনের গুরুত্ব, ছাগল পালনের পদ্ধতি, খাদ্য ও পুষ্টিসহ উন্নত জাতের ঘাস চাষ, কৃত্রিম প্রজনন, গরু মোটাতাজা করণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদা উপজেলাস্থ কাঠালখালী পাটাচোরা উত্তর চাঁদপুর উপ-প্রকল্পে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা, ভেটেরিনারী সার্জন, উপ-সহকারী পশুসম্পদ কর্মকর্তা এবং কমিউনিটি অর্গানাইজার।

কাটাখালী-পাটাচোরা পাবসস সদস্যদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া আমনজোলা পাবসসে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী, জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা, ভেটেরিনারী সার্জন, কমিউনিটি অর্গানাইজার, উপ-সহকারী পশুসম্পদ কর্মকর্তা। সোসিও ইকোনমিষ্ট ও জেনারেল ফ্যাসিলিটেটর জেলার উভয় প্রশিক্ষণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

ভাংগাবাড়ীয়া-আমনজোলা পাবসস সদস্যদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ

মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় পাবসস

ফরিদপুর জেলাধীন বোয়ালমারী উপজেলার ফলিয়ার বিল উপ-প্রকল্প এলাকায় বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনিষ্টিটিউট-এর নির্ধারিত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে একদিনে দুটি কোর্সে মোট ৬০ জন কৃষকের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ৬০ জন কৃষকের নিজ জমি থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করে মাটির স্বাস্থ্য কার্ড ও সার সুপারিশ প্রদান করা হয়। উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনিষ্টিটিউট, প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ফরিদপুর জেলার দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের সোসিও ইকোনমিষ্ট ও কৃষি ফ্যাসিলিটেটর প্রশিক্ষণে সহায়তা করেন। মাটির স্বাস্থ্য কার্ডের সুপারিশ অনুযায়ী সার প্রদান করায় চাষীগণ বিগত বোরো মৌসুমে লাভবান হয়েছেন ।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনিষ্টিটিউট কর্তৃক মাটির নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

এলাকায় নতুন জাতের ধান প্রবর্তনে পাবসস

ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলাধীন শ্রীরামকান্দি উপ-প্রকল্পে ১৮ শতাংশ জমিতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনিষ্টিটিউট এর সরেজমিন গবেষণা বিভাগ নতুন উদ্ভাবিত ৯টি জাতের একটি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করে। বোরো মৌসুমের এ জাতগুলি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ফলন দেয় এবং এগুলো উপ-প্রকল্প এলাকার পরিবেশ অনুকুল হিসাবে বিবেচিত হয়। জাতগুলো সম্পর্কে উপকারভোগী চাষিদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। প্রকল্পের সোসিও ইকোনমিষ্ট জনাব সৈয়দ সালেহ ইসলাম ও কৃষি ফ্যাসিলিটেটর জনাব গাজী সালাহউদ্দিনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার আগ্রহে উপ-প্রকল্পে প্রদর্শনীটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রদর্শনীর সময় ধান গবেষণার উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এবং পাবসস সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন জাতের ধানের প্রদর্শনী

ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ

এলজিইডি'র আওতায় দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পাধীন মেহেরপুর জেলায় গাংনী উপজেলার নাগদার খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি আয়োজিত "দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ" শীর্ষক এক সভা সমিতির নিজস্ব অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী কাজী মিজানুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী এ.এস.এম শাহেদুর রহিম এবং সমিতির সভাপতি মো: আব্দাল হক, সম্পাদক মোঃ এনামুল হক, ক্যাশিয়ার মোঃ সোহরাব হোসেন, হিসাব রক্ষক মোঃ হাবিবুর রহমান সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ঋণ বিতরণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন সাধারণ ফ্যাসিলিটেটর জাহিদুর রহমান জোয়ার্দার।

নাগদার খাল পাবসস আয়োজিত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ অনুষ্ঠান

নাগদার খাল পাবসস এর ২য় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলাস্থ নাগদার খাল পাবসস এর দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৫ জুন ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সমিতির সদস্যসহ প্রায় সহস্রাধিক লোকের উপস্থিতিতে এক আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের জন্য ১২ লক্ষ টাকার সম্ভাব্য বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। পাবসস এর সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাংনীর উপজেলা প্রকৌশলী জনাব বদর উদ্দীন আহম্মেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা সমবায় অফিসার কাজী বাবুল হোসেন, যুব উন্নয়ন অফিসার শাহাবুদ্দীন আহাম্মদ, রাইপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দিন কালু, মেহেরপুর এলজিইডি'র সোসিও ইকোনমিষ্ট মোঃ ফজলুর রহমান ও সাধারণ ফ্যাসিলিটেটর জাহিদুর রহমান জোয়ার্দার। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ এনামুল হক।

উল্লেখ্য, নাগদার খাল পাবসস এর সদস্য সংখ্যা ৪৭৭ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ৩৪৭ জন ও মহিলা ১৩০ জন; ক্ষুদে সদস্য ৫৫ জন। শেয়ার সঞ্চয় মিলে মোট মূলধন ২,০৮,২৬৭ টাকা। বিবিধ খাতে আদায় ৩০,২১৫ টাকা। রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে আদায়ের পরিমাণ ২,৪৮,০০০ টাকা। এছাড়া একজন ব্যক্তি ২,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। পাবসস এর ৩১ জন মহিলা এবং ৪০ জন পুরুষ সদস্যের মধ্যে আয়বর্ধক খাতে নগদ ও পণ্য ঋণ হিসাবে ২,৭৪,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে যা থেকে এ বছর ১৭,৩২৬ টাকা লাভ হয়েছে। পাবসস এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ মোট ৪৯ জন বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। সদস্যগণ ১২টি আদায় কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে তাদের সাপ্তাহিক সঞ্চয় প্রদান করে আসছেন।

মূল অনুষ্ঠান শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লাকী কুপন ড্র এর মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে।

(উপরে) মঞ্চে উপবিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাহীগণ।
(নীচে) বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের একাংশ।

মেহেরপুরে ক্ষুদ্রঋণে সফল এক মহিলা সদস্য

মোছাঃ হাজেরা খাতুন মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলাধীন কাটাখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির একজন সদস্যা। পাবসস গঠনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে তিনি একজন সক্রিয় মহিলা সদস্য হিসাবে নিয়মিত সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। বসত বাড়ী ছাড়া নিজের জায়গা জমি বলতে তার তেমন কিছুই ছিলনা। প্রতিনিয়তই অভাব তাঁকে তাড়া করে বেড়াত। অভাবের সংসারে কোন কোন দিন স্বামী সন্তানসহ অনাহারে বা অর্ধাহারে তাঁদের দিন চলত। প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণসহ বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে তিনি ৮,০০০ টাকার ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করেন। এ টাকা দিয়ে তিনি নিজের বসতবাড়ীর এক কামরায় মুদিখানা দোকান শুরু করেন।

ব্যবসায় লাভ হওয়ায় এক পর্যায়ে আস্তে আস্তে তার দোকানের পরিধি বাড়তে থাকে। প্রতিদিন প্রায় ৫-৬ হাজার টাকার মালামাল বিক্রি করে যা লাভ হয় তাতে অনায়াসে তাঁদের দিন চলে যায়। ইতিমধ্যে তিনি মাঠে কিছু জমিও বন্ধক নিয়েছেন। হাজেরা খাতুন জানান, তাঁর সংসারে এখন আর অভাব নেই। যার জন্য তিনি বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছেন সেই পাবসস আজ তাঁর কাছে আশির্বাদ স্বরূপ। এভাবে তিনি পাবসস থেকে একাধিকবারে লক্ষাধিক টাকার ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করেছেন। তাঁর কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো অনেক মহিলা সদস্য বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে নিজেদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। হাজেরা খাতুন এখন নিয়মিত মাসিক/সাপ্তাহিক সভায় অংশগ্রহণ করে অন্য মহিলা সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন। তার কাজের আগ্রহ ও সাফল্য দেখে সমিতির সদস্যগণ তাকে ব্যবস্থাপনা কমিটির মহিলা সদস্য নির্বাচিত করেছেন।

কাটাখালী পাবসস এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সফল সদস্য মোছাঃ হাজেরা খাতুন

এলাকার জনগণ বাগেরহাটের হাড়িখালী-ডবোরখালী উপ-প্রকল্পের সুফল ভোগ করছে

বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় হাড়িখালী-ডবোরখালী বন্যা ব্যবস্থাপনা উপ-প্রকল্পটি ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বৎসরে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উপ-প্রকল্প এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ভৈরব নদী। উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্যার কবল থেকে উপ-প্রকল্প এলাকার ফসলী জমি রক্ষা করা। সেই সাথে এলাকার কৃষি, মৎস্য, পরিবেশ ও পশুসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে এলাকার জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা।

উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার ৯০০ হেক্টর জমি বন্যা ব্যবস্থাপনার সুবিধা পাচ্ছে, ফলে প্রায় ৮৩০টি পরিবার এর সুবিধা ভোগ করছে। উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সূচনালগ্ন থেকে এর প্রতিটি ধাপে উপকারভোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি এলাকার কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি সদস্যদের দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে।

সোনালী ধানের ক্ষেতে কৃষকের মুখে হাসি

ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার বারবাড়ীয়া ইউনিয়নের চারিপাড়া উপ-প্রকল্পের সাতটি গ্রামের হাজারও কৃষকের মুখে আজ হাসি ফুটেছে। বছরের পর বছর কৃষকের যে জমি সেচের অভাবে বোরো মওসুমে অনাবাদি পড়ে থাকতো সেখানে আজ সবুজ সোনালী ধানের ছড়াছড়ি। দেশের প্রথম রাইজার সেচ উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে এবার এই অঞ্চলে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে। ফলন হয়েছে বাম্পার। চলতি বোরো মওসুমে উপজেলার বারবাড়ীয়া ইউনিয়নের মাইজহাটি, চারিপাড়া, বারা, পাকাটি, লক্ষণপুর, বারবাড়ীয়া ও বীরবখুরা গ্রামে চারিপাড়া উপ-প্রকল্প নামে রাইজার সেচ প্রকল্প চালু হয়। চারিপাড়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি উপ-প্রকল্পটি পরিচালনা করছে। এলজিইডি'র দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১ কোটি ১৬ লাখ টাকা ব্যয়ে উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। চলতি বছরে সমাপ্ত উপ-প্রকল্পটি চালু হলে ৫৪০টি কৃষক পরিবারের ৬১১ হেক্টর বা ১৫০০ একর জমি সেচ সুবিধা লাভ করবে।

সোনালী ধান খেতের দৃশ্য।

দেশে প্রথম বারের মতো চালু হওয়া রাইজার সেচ উপ-প্রকল্প সম্পর্কে উপজেলা প্রকৌশলী আবদুল মান্নান বলেন, উপ-প্রকল্পটি চালু হওয়ায় এখানকার কৃষি ব্যবস্থায় এক নয়া দিগন্তের সূচনা হয়েছে। এই উপ-প্রকল্পে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করা হয়। উপ-প্রকল্পে ভূ-গর্ভস্থ পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে বিধায় কৃষি জমি একটুও নষ্ট হয়নি। সরবরাহ পথে পানির অপচয় হওয়ারও সম্ভবনা নেই বলে পুরোটাই ফসলের কাজে লাগবে। চারিপাড়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক কাজী মো: ইছহাক বলেন, সেচ ভাড়া কাঠা প্রতি ১২০ টাকা করে আদায় করা হয়, যা অন্যান্য সেচ প্রকল্পের তুলনায় কম। উপ-প্রকল্পটি চালুর মাধ্যমে এই অঞ্চলের কৃষকদের বোরো ধান চাষের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। চারিপাড়া গ্রামের কৃষক আলী হোসেন (৮৫) বলেন, তিনি এক একর জমিতে বোরো ধান আবাদ করে সংসারে অভাব দূর করেছেন। পাশাপাশি উপ-প্রকল্পটি বিদ্যুতায়িত হওয়ায় এই অঞ্চলের হাট-বাজার, বাড়ি-ঘর বিদ্যুত সুবিধা পেয়েছে। এই বিদ্যুৎ এলাকায় নতুন নতুন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সহায়ক হবে।

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তিস্বাক্ষর

গত ০৩/০৪/২০০৮, ২৯/০৪/২০০৮ তারিখে যথাক্রমে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলাধীন বাঙ্গালীপুর জলকর ও বিরামপুর উপজেলাধীন চিরির খাল উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান দুইটিতে উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব মো: মোখলেসুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, মোঃ ফিরোজ আহম্মেদ, সহকারী প্রকৌশলী, এসএসডব্লিউ-২, মোঃ শামসুল হক, সমাজ বিজ্ঞানী, শামীম আহম্মেদ সোসিও ইকোনমিষ্ট, এসএসডব্লিউ-২, এলজিইডি, দিনাজপুর। বাঙ্গালীপুর জলকর উপ-প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সাথে মোঃ মুসা, উপজেলা প্রকৌশলী, পার্বতীপুর, মোঃ মেহেদী হাসান সরদার, সভাপতি, বাঙ্গালীপুর জলকর পাবসস ও

বাঙ্গালীপুর জলকর উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানের চিত্র

মোঃ মোফাখখরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, ৪নং পলাশবাড়ী ইউপি, পার্বতীপুর উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারম্যান, ৪ নং পলাশবাড়ী ইউপি বলেন যে, বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার ফলে আজ এলাকার জনগণের বহুদিনের দাবি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। এই উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকায় ৫৬০ হেক্টর জমির ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। বাঙ্গালীপুর জলকর উপ-প্রকল্পে বাঙ্গালীপুর, ছয়ঘোরিয়া, খিয়ারপাড়া মৌজার ৫৬০ হেক্টর জমি জলাবদ্ধতার জন্য সফলভাবে আবাদ করা যেত না। একটি ৩-ভেন্ট স্লুইস গেট (১.৫০মিঃ x ১.৮০ মিঃ) নির্মাণসহ ৪.৭০ কিঃ মিঃ খাল পুনঃখনন করা হলে এই ৫৬০ হেক্টর জমি সরাসরি উপকৃত হবে। ফলে এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে।

বিরামপুর উপজেলাধীন চিরির খাল উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সাথে মোঃ মাহমুদ জামান, উপজেলা প্রকৌশলী, মোঃ শাজাহান আলী মন্ডল, চেয়ারম্যান, ৬নং জোতবানী ইউপি এবং উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারম্যান, ৬নং জোতবানী ইউপি বলেন যে, বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার ফলে আজ এলাকার জনগণের বহুদিনের দাবি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

চিরির খাল পাবসস লিঃ ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের দৃশ্য

এই উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকায় ৬৫০ হেক্টর জমির ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা বলেন যে, তৃণমূল পর্যায়ের মানুষদের সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে দারিদ্র্য নিরসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৬৫০ হেক্টর জমির কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটার সাথে সাথে মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যোগাযোগের সুবিধাসহ বহু লোকের কর্মসংস্থান হবে। সমিতি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে তহবিল গঠনপূর্বক সদস্যদের মাঝে ঋণ প্রদান করে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে সচেষ্ট হবে।

ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা

গত ২৯/০৪/২০০৮ তারিখে রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলাধীন ঢেঁকিপাড়া খাল উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, জেন্ডার এবং পরিবেশ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা পাবসস অফিস ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপ-প্রকল্পের সাধারণ উপকারভোগীদের মধ্য হতে ২০ জন পুরুষ ও ২০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলী জনাব বিজন কর্মকার, সমাজ বিজ্ঞানি, জনাব মোঃ ফিরোজ খান, সহকারী প্রকৌশলী, জনাব মো: জাহিদুল ইসলাম, সোসিও ইকোনমিষ্ট, জনাব মুসায়াব বিন শাহিদ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনাব মোঃ আবুল হোসেন, কমিউনিটি অর্গানাইজার, কৃষি ফ্যাসিলিটেটর, মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর ও সাধারণ ফ্যাসিলিটেটরগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালা থেকে অংশগ্রহণকারীগণ উপ-প্রকল্পের রেগুলেটর, খাল ও বেড়ীবাঁধ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার দায় দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হন। উপ-প্রকল্প এলাকার পরিবেশ রক্ষা, বিশুদ্ধ পানি পান ও ব্যবহার, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণ অবহিত হন। একটি পরিবারকে সুন্দর করার জন্য পুরুষ ও মহিলা কি ভূমিকা পালন করবে সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবগত হন। কর্মশালায় নারী ও পুরুষ পরস্পর সমতা, সহমর্মিতা ও সহযোগীতার মনোভাব নিয়ে পাবসস-এ কিভাবে কাজ করবে তার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। মহিলাদের কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি ও মতামত প্রদানের অধিকার প্রদানে ভূমিকা রাখবে বলে কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যগণ মনে করেন।

পরিশেষে অংশগ্রহণকারীগণ মত প্রকাশ করেন যে, অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবেশ ও জেন্ডার সম্পর্কে তাদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যার ভিত্তিতে তারা পরবর্তীতে উল্লেখিত বিষয়ের উপর পাবসস এর সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে একটি কার্যকর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবেন।

রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলাধীন ঢেঁকিপাড়া খাল উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, জেন্ডার এবং পরিবেশ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মশালার একাংশ।